রাষ্ট্রের কার্যাবলি

সমাজের অঙ্গ হিসাবে রাষ্ট্র কি কাজ করে বা রাষ্ট্র কী কাজ করতে পারে তা আমাদের জানা দরকার।

বিশ্লেষকদের মতে, রাষ্ট্র প্রধানত দুই ধরনের ভূমিকা পালন করে থাকে। যথা: নিয়ন্ত্রনমূলক এবং কল্যানমূলক। এই দুই ধরনের ভূমিকার ভিত্তিতে আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন —

১. অপরিহার্য বা মুখ্য কার্যাবলি
2. কল্যানমূলক বা ঐচ্ছিক কার্যাবলি

অপরিহার্য বা মুখ্য কার্যাবলি: রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব এবং রাষ্ট্রে বসবাসরত জনগনের অধিকার সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্র যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহন করে, সেগুলোকে অপরিহার্য বা মুখ্য কাজ বলা হয়। আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা রাষ্ট্রের প্রধান কাজ। জনগনকে আইন মেনে চলতে বাধ্য করা, সমাজের শান্তি ভঙ্গকারীদের শাস্তির বিধান করা, অভ্যন্তরীন শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা রাষ্ট্রের প্রধান কাজ

জাতীয় নিরাপত্তা, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা রাষ্ট্রের আরও একটি অপরিহার্য কাজ। দেশের ভৌগলিক অখন্ডতা এবং বৈদেশিক আক্রমন থেকে দেশ রক্ষার জন্য প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন ও পরিচালনা রাষ্ট্রের অপরিহার্য দায়িত্ব। আধুনিক কালে প্রতিটি রাষ্ট্রই শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তুলেছে। স্থল, নৌ, বিমান বাহিনীর সমন্বয়ে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠে।

রাষ্ট্রীয় ভূ-খন্ডের উপর দাবি প্রতিষ্ঠিত করা কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন, চুক্তি সম্পাদন, আঞ্চলিক জোট গঠন, বহির্বিশ্বে অর্থনৈতিক বাজার সৃষ্টি ও সম্প্রসারন করা। বিদেশে অবস্থানরত নাগরিকদের সেবা ও নিরাপত্তা প্রদান করা। আইন প্রনয়ন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা রাষ্ট্রের অপরিহার্য কাজ।

কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের নিয়োগ, কর্মবন্টন কাজ তদারক ও পরিচালনা রাষ্ট্রের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব। বাজেট প্রনয়ন মুদ্রা প্রবর্তন, খাজনা কর নির্ধারন রাষ্ট্রের আবশ্যিক কাজ।

কল্যানমূলক কাজ :

সমাজের সামগ্রিক উন্নতির জন্য, নাগরিকদের নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য রাষ্ট্র কল্যানমূলক ভূমিকায়

জনকল্যাণ ও উন্নয়ন কাজে রাষ্ট্রের এই কাজ গুলি ঐচ্ছিক বা গৌনকাজ। যে রাষ্ট্র অর্থনৈতিক ভাবে যত বেশি উন্নত তার ঐচ্ছিক কার্যাবলি ততবেশি বিস্তৃত।

রাষ্ট্রের জনসাধারনকে শিক্ষিত করে তোলা রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন কাজ।

জনগনের স্বাস্থ্য সুরক্ষা, রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ন কাজ।

জনগনের নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য ও পন্য সরবরাহ প্রক্রিয়া সচল রাখা, জনগনের নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য ও পন্য যেমন চাল, ডাল, আটা, চিনি সরবরাহ করা, কৃষির আধুনিকীকরন রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ন কাজ।

শিল্প ও বানিজ্যের উন্নয়ন রাষ্ট্রের কল্যানমূলক কাজ।

দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, যথা:- রাস্তাঘাট সেতু নির্মান, রেলপথ, নৌপথ, বিমান যোগাযোগ সচল রাখা কল্যানমূলক রাষ্ট্রের কাজ। ডাক, তার ও টেলিযোগাযোগ এবং যোগাযোগের আধুনিক প্রযুক্তি সাথে সংযুক্ত থাকা রাষ্ট্রের একটি ঐচ্ছিক কাজ হিসাবে বিবেচিত।

জনগনের মধ্যে ঐক্য সংহতি বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্রীয় ঐতিহ্য তুলে ধরা রাষ্ট্রের অপরিহার্য কাজ।

সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যেমন:- শ্রমিক কল্যান, অবসরভাতা, বেকারভাতা প্রদান রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কাজ।